আমের ফল ছিদ্রকারী পোকা /Mango fruit borer

বৈজ্ঞানিক নামঃ *Atocharis albizonalis* পরিবারঃ Pyralidae বর্গঃ Lepidortera

আমের ফল ছিদ্রকারী পোকা সাধারণত কচি আম বা গুটিকে বেশি ক্ষতি করে। পূর্ণবর্ধিত বা পরিণত আমেও ক্ষতি করতে পারে।তবে পাকা আমে ক্ষতি করে না।সাধারণত জানুয়ারি থেকে মে মাস পর্যন্ত এ পোকার আক্রমণ দেখা যায়।

ক্ষতির লক্ষণঃ

- কীড়া আমের সরু প্রান্তে খুব ছোট বিন্দুর মত ছিদ্র করে প্রবেশ করে প্রথমে শাঁস ও পরে আঁটি খাওয়া শুরু করে।
- প্রাথমিক অবস্থায় বাদামী বর্ণের আক্রান্ত স্থান হতে সাদা ফেনা বের হয় যা পরবর্তীতে কালো হয়ে যায়।
- গাছের নীচে থেকেই এ পোকার আক্রমনের নমুনা সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়।
- আক্রমণের ব্যপকতা বৃদ্ধি পেলে আক্রান্ত স্থান ফেটে যায় ও পঁচন ধরে।
- আক্রান্ত আমটি অচিরেই ঝরে পড়ে।

পূর্নাঙ্গ পোকা

আক্রান্ত ফল

আক্রান্ত ফল

দমন ব্যবস্থাপনাঃ

- মার্চ এপ্রিল মাসে ঝরে যাওয়া আক্রান্ত কচি ফল মাটি থেকে সংগ্রহ করে ধ্বংস করলে এবং মরা ডালপালা, বাকল সরিয়ে ফেললে পরের মৌসুমে এ পোকার আক্রমণের হার কমে যায়।
- ফলের ব্যস ১.৫ থেকে ২ সেন্টিমিটার হলে এবং এ পোকার আক্রমণ দেখা দিলে প্রতি লিটার পানিতে প্রোফেনোফস ৪০% ও সাইপারমেথ্রিন ২-৫% এর মিশ্রণ সম্বলিত বালাইনাশক মিশিয়ে স্প্রে করলে উপকার পাওয়া যায়।
- মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে শুরু করে ১৫ দিন পর পর দুবার প্রতি লিটার পানির সাথে ২.০ মিলি. হারে ফেনথিয়ন(এডফেন) /ফেনিট্রোথিয়ন ৫০ ইসি (করোফেন/ইজি/ফেনিটক্স/সুমিথিয়ন) স্প্রে করলে এ পোকার আক্রমণ কমানো সম্ভব।
- জৈব বালাইনাশক বাইকাউ প্রতি ১০ লিটার পানিতে ১০ মিলিলিটার মিশিয়ে স্প্রে করা যেতে পারে।

[তথ্য সূত্রঃ-উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র,বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রকাশনা-জুন/২০১১ ;আইপিএম প্রকল্প মাঠ নির্দেশিকা ও কৃষক মাঠ স্কুল গাইড-সেপ্টেম্বর/২০১৬; উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং]

আরও তথ্যের জন্য:
পরিচালক উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা-১২১৫। E-mail: dppw@dae.gov.bd
বিস্তারিত জানার জন্য আপনার নিকটস্থ উপসহকারী কৃষি অফিসার অথবা উপজেলা কৃষি অফিসে যোগাযোগ করুন।